নিবেদন ঃ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (২০০০)

ভূ মি কা লি পি

চঞ্চল	ঃ মৃন্ময় নন্দী	নীলা	ঃ শ্রীলেখা মিত্র
ভূতো	ঃ রজতাভ দত্ত	হীরু	ঃ শিলাজিৎ
অনুব্রত	ঃ অনুব্রত চক্রবর্তী	প্রীতি	ঃ পাপড়ি ঘোষ
অনি	ঃ শান্তনু বসু	প্রতুল	ঃ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
নমিতা	ঃ মিস জোজো	নির্মল	ঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশু	ঃ দেবজিৎ নাগ	পার্থ	ঃ পার্থ দত্ত
হিরণ	ঃ চিরন্তন দাসগুপ্ত	নমিতার মা	ঃ মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ভগবান	ঃ দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়	লীনা	ঃ গার্গী রায়চৌধুরী

এছাড়া ঃ কাশীনাথ ঘোষ, বাবুন, মহারত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভদীপ ঘোষ, সন্দীপ সেনগুপ্ত, দেবাশিস গ োপাধ্যায়, লাল্টু গুপ্ত, বাকু, বংকা, জয়িতা চট্টোপাধ্যায়, রাজা ভট্টাচার্য ও অন্যান্য।

নেপথ্যকণ্ঠ ঃ সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়, কস্তুরী মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ গুহ, অভিরূপ দাস, সায়নদেব মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস সরকার।

সহকারীঃ পরিচালনা ঃ দেবাশিস সরকার, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ; সম্পাদনা ঃ সুভাষ বিশ্বাস ; আলোকচিত্র ঃ শুভ্রা দত্ত ও সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী।

সঙ্গীত ঃ চন্দ্রবিন্দু। শব্দগ্রহণ ও পুনর্যোজন ঃ শুভদীপ সেনগুপ্ত।
আলোকচিত্র ঃ শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা ঃ দেবাশিস সরকার।
রচনা ও পরিচালনা ঃ চন্দ্রিল ভট্টাচার্য ।

বাংলা, ইস্টম্যান কালার, ৩৫ মিমি, ৩১ মিনিট, কাহিনীচিত্র

কালো পর্দার ওপর সাদা অক্ষরে চরিত্রলিপি ফুটে ওঠে ও একটা গান শোনা যায়।

গান

জাঁ লুক গোদার had no script — ইয়া ইয়া ও
তবু his ফিলিম সুপারহিট — ইয়া ইয়া ও
A jump cut here and a jump cut there
A Belmondo here and a অপোগণ্ড there
জিনিয়াসের মাথায় ছিট — ইয়া ইয়া ও

তবু গোদার হতে পারি না — ইয়া ইয়া ও
নেই যে আনা কারিনা — প্রিয়া প্রিয়া গো
পিয়ের লে ফু ভিভ্‌রে সা ভি
মস্তর ছু তোর আছে কী
শুধু সোসাইটি সারকারিনা — ইয়া ইয়া ও

গান ও চরিত্রলিপি একই সঙ্গে শেষ হয়।

১

রাত্রি। ফোন বুথ থেকে চঞ্চল ফোন করছে। ফোন করাকালীন আমরা শুধু তাকেই দেখি, ও-প্রান্তের শুধু স্বর শুনি।

চঞ্চল হ্যালো, গার্গী আছে?

গার্গীর স্বর বলছি।

চঞ্চল আমি চঞ্চল বলছি। শোনো, আমি যা বলব তার মাঝখানে তুমি ফোন নামিয়ে রাখবে না বা interrupt করবে না, হ্যাঁ?

গার্গীর স্বর আচ্ছা!

চঞ্চল তোমার মনে আছে, আগের বছর দোলের দিন আমি তোমাদের বাড়ি গেছিলাম, তুমি একটা লাল নাইটি পরে বেরিয়ে এলে, আমার হাতে একটা হলুদ গোলাপের তোড়া ছিল ....

গার্গীর স্বর হুঁ।

চঞ্চল আমি সেইদিন থেকে তোমায় ভালোবাসি। সেদিন ছিল ১৩ই মার্চ, আজ এ বছরের ৭ই জুলাই — এই ৪৩৬ দিন ধরে আমি শুধু তোমার মুখ ভেবে গেছি গার্গী। আর পারছি না। আমি কখনো (পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ও

তা দেখে পড়ে) এত মিষ্টি, এত সুন্দর, এত sensitive, এত cultured, এত elegant মেয়ে দেখি নি। এখন সব রইল তোমার পায়ের কাছে, এবার তুমি বলো।

গার্গীর স্বর ২২ তারিখের আগে আমি তো কিছু বলতে পারব না।

চঞ্চল কেন!

গার্গীর স্বর ২১ তারিখ আমার পরীক্ষা শেষ হবে, তার আগে আমি এসব ভাববো না।

চঞ্চল ভাববে কেন?! তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা ২২ তারিখের আগে বলতে পারবে না ?

গার্গীর স্বর না!

চঞ্চল তুমি ..... তোমার ..... অন্তত এটুকু বলো, রাত্রে শুতে যাবার সময় তোমার আমার মুখটা মনে পড়ে?

গার্গীর স্বর ২২ তারিখের আগে বলতে পারবো না।

চঞ্চল দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ফোনটা দড়াম্ করে রেখে দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় —

চঞ্চল আরেকটা বুথ থেকে ফোন করছে।

চঞ্চল হ্যালো, পারমিতা আছে?

পারমিতার স্বর হ্যাঁ, চঞ্চল তো, বলো।

চঞ্চল ইয়ে, তোমার কি কোনো পরীক্ষা আছে ধারে কাছে ?

পারমিতার স্বর না!

চঞ্চল ওঃ শোনো তোমার মনে আছে, গত বছর বিজয়ার দিন আমি তোমাদের বাড়ি গেছিলাম, তুমি সবুজ সালোয়ার কামিজ পরে বেরিয়ে এলে — আর আমি তোমাকে সুজলাং সুফলাং বলে ক্ষ্যাপালাম? (পকেট থেকে কাগজ বার করে)

২

রাত্রি। একটা ঘরে একটা সিঙ্গল খাটে বসে চঞ্চল ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছে, পাশে একটা টেবিলে উঁই করা বই, একটা টেবিল ল্যাম্প। পাশের ঘর থেকে টিভি-র আওয়াজ পাওয়া যায়। এটা অনুব্রতর বাড়ি।

প্রথমে অনুব্রতর স্বর শোনা যায়

অনুব্রতর স্বর কী রে !

চঞ্চল হেসে তাকায়। অনুব্রত ফ্রেমে ঢুকে আসে।

চঞ্চল মোটা হচ্ছিস!

অনুব্রত পুজিঁবাদী চর্বি!

চঞ্চল এত চর্বি নিয়ে কী করবি ?

অনুব্রত (বইটই সরিয়ে টেবিলে বসতে বসতে) তোদের থার্ড ওয়ার্ল্ডকে খাওয়াবো রে শালা। তারপর? কলকাতার কী খবর ?

চঞ্চল এই ..... আসছি যাচ্ছি লেঙ্গি খাচ্ছি।

অনুব্রত আবার !

চঞ্চল এই শালা ভূতোর কাছে পুড়কি খেয়ে। ভূতো আসবে তো।

অনুব্রত চালিয়ে যাচ্ছে এখনও? (বিকৃত গলায় বলে) 'ম্যাগি করতে দু মিনিট ...'

চঞ্চল (হেসে) 'ম্যাগি করতে দু'মিনিট, মাগী তুলতে তিন মিনিট—টিচ্যাঁও'

অনুব্রত বিশু কী করছে রে ?

চঞ্চল কী একটা শালা ভিডিও ম্যাগাজিনে কাজ পেয়েছে।

কলিং বেল বেজে ওঠে।

চঞ্চল ভূতো!

অনুব্রত ওঃ। তোর জন্যে এই চকোলেট, আর এই পানু

অনুব্রত এগুলো চঞ্চলকে দেয়। ভূতো এসে নাটকীয়ভাবে দরজায় দাঁড়ায়। তারপর ঢুকে আসে।

ভূতো কী বস্? স্টেট্‌সে সব কী রকম? নিঃসঙ্গ? ন্যাংটো নাচ-ফাচ দেখলি?

অনুব্রত আস্তে, ওঘরে সব আছে।

ভূতো ধুর! (চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে) তারপর? কী বে কমলকুমার? (এগিয়ে এসে চঞ্চলের চুল ধরে মাথা নামিয়ে পিঠে এক সশব্দ চাপড় মারে) কম্‌লিকুমারী জুটলো ? (বালিশ কোলে নিয়ে বিছানায় বসে)

চঞ্চল (সরে বসতে বসতে) আবার কমলকুমার তোলা কেন বাবা?

ভূতো অ্যা—অ্যাঃ। কেন আমরা কিছু জানি না নাকি? 'সেক্স ক্রমে আসিতেছে .....'

ঘরের কোনে ফোন বেজে ওঠে। অনুব্রত ফোন ধরতে উঠে যায়।

ভূতো (চঞ্চলকে) তোকে মাইরি একদিন হীরুর আড্ডায় নিয়ে যাবো।

অনুব্রত ফোনে কথা বলার সময় আমরা শুধু তারই গলা শুনি, ভূতো চঞ্চলকে হাতটাত নেড়ে কী সব বলছে ভালো শুনতে পাই না, হাবভাবে ও চঞ্চলের হাসি দেখে মনে হয় অশালীন গল্পটল্প হচ্ছে।

অনুব্রত (ফোনে) হ্যাঁ বল্।
আজ দুপুরে।
অ্যাঁ? সেকী।

(অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে ভূতো ও চঞ্চলকে) এই একটু থাম না।

ভূতো (খুব চেঁচিয়ে) ইন্ডিয়ায় কেউ থামে না বস্। (চঞ্চলকে) কেউ থামে?
অনুব্রত (ফোনে) তারপর? ডাক্তার?
আজ তা হলে—
ঠিক আছে।

অনুব্রত ফোন রেখে দেয়। ভূতো ও চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বলে

অনুব্রত এই, প্রফুল্ল অন্ধ হয়ে গেছে।
চঞ্চল সেকী!
ভূতো কবে?
অনুব্রত হঠাৎ, আজ সকালে।
চঞ্চল তারপর? এখন কী করছে? কালো চশমা-ফশমা পরে ঘুরছে?
ভূতো লাঠিফাঠি কিনছে।
অনুব্রত তা অত জিজ্ঞেস করেছি নাকি? (টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে)
ও, তোর জন্যে এই চকোলেট, আর এই পানু (ভূতোকে)
ভূতো পানু নিয়ে আমি কী করব বস্। আমার তো জানো, যে কোন পানুবতী স্রেফ তিন মিনিট, টিচ্যাঁও!
অনুব্রত (টেবিলে বসে) তোর সিক্রেটটা কী বল্ তো?
ভূতো হরমোন বস্, পাতি হরমোন। তোদের মতো ভেকু ভেকু লেঙ্গিকুমার হলে তো হবে না। (চঞ্চলকে কনুই দিয়ে ঠেলে) পিরান্হারা পিরান্হিদের কী বলে জানিস ? 'আ বে, অন্য পিরান্হার দিকে তাকিয়েছো কি ঠ্যাং ভেঙে দেবো!'
চঞ্চল ধুর, পিরান্হার ঠ্যাং হয় না, চ বাড়ি চ। (উঠে পড়ে)
ভূতো যাচ্ছি। (ওঠে, কিন্তু গল্প বলতে বলতে ফের ব'সে পড়ে, অন্যরাও বসে)
আ বে শোন না এই তোর বাড়ি আসার একটু আগে, বোস বোস বোস, বৃষ্টি পড়ছে, একটা শেডে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। অন্ধকার। একটা পাগলী পাশে টি-শার্ট আর ঘাগরা পরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ টি-শার্টটা তুলে বলে কী, 'দেখবি' ?
চঞ্চল (উঠে পড়ে দরজার দিকে যায়) ভ্যাঃ — চপ।

সবাই বেরোয়। ভূতো বেরোতে বেরোতে বলে

ভূতো মাইরি! হরমোন বস্!

Cut to

সরু বারান্দা। অনুব্রত ও চঞ্চল। চঞ্চল পর্নোগ্রাফিটা ভাঁজ করে জামার তলায়, কোমরে গুঁজে রাখছে।

চঞ্চল এতক্ষণ কী করছে রে ?
অনুব্রত জানিসই তো। এই, এটা নে (চকোলেটের বাক্সটা দেয়)
চঞ্চল ওই চকলেট তোর কাছে রাখ। ওসব খাওয়ার বয়েস আর নেই।
অনুব্রত তো কী খাওয়ার বয়স হয়েছে? (পর্নোগ্রাফি দেখিয়ে) এটা?

Cut to

সিঁড়ির মুখে অনুব্রত, চঞ্চল ও ভূতো। ভূতো জুতো পরছে। কথা বলতে বলতে চঞ্চল সিঁড়ি দিয়ে নামে। ভূতোও।

অনুব্রত এই, ইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবি না..... প্রফুল্ল ?
চঞ্চল ছাড় তো!
অনুব্রত কী রে!
চঞ্চল আবার দেখা করতে গিয়ে কী হবে? দেখতেই যখন পাবে না।

ভূতো হেসে ওঠে।

৩

রাত্রি। একটা ঘুপচি ঘরে দুটো সিঙ্গল খাট। একটায় বসে গিটার বাজানো এইমাত্র শেষ করল অনি, অন্যটায় খালি গায়ে লুঙ্গি প'রে পিঠ চুলকোচ্ছে এক মোটাসোটা লোক (নন্দীদা)। অনির চ্যালা বিকাশ খাটের পাশে টিনের চেয়ারে ব'সে। রেডিওর গান আর রাস্তা থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা ভেসে আসছে। শুধু একটা টেবিলল্যাম্প ছাড়া আর কোনো আলো জ্বলছে না।

অনি গিটার নামিয়ে রাখছে।

নন্দীদা কী এসব ট্যাং ট্যাং হচ্ছে? ক্যাসেট বেরোবে কবে?
অনি ক্যাসেট? ক্যাসেট আর অ্যাসেট, এ আমাদের কোনদিন হল না নন্দীদা।
বিকাশ আমাদের শুধু liability
অনি বার কর্। (খাটের তলার দিকে বিকাশকে ইঙ্গিত করে তারপর নন্দীদার দিকে তাকিয়ে) liability মানে জানেন? lie করার ability। lie-এর আবার দু'

রকম — (বিকাশকে) কী রে, বাদাম?

বিকাশ পকেট থাবড়ে থাবড়ে বাদাম খোঁজে

অনি এই লাই দিয়ে দিয়ে না, তোকে একদম মাথায় তুলে —

বিকাশ আছে, আছে। (বাদামের প্যাকেট তুলে দেখায়)

অনি যাক, বাদাম না হলে — এই, এক মিনিট! (খাট থেকে নেমে দৌড়ে দরজার কাছে যায়। সেখান থেকে জিজ্ঞেস করে) ও নন্দীদা, ফোনটা চলছে তো?

নন্দীদা (হাই তুলতে তুলতে) চালালেই চলবে।

অনি বেরিয়ে যায়।

নন্দীদা (বিকাশের দিকে চোখ নাচিয়ে) বাদাম কি কাজু নাকি?

বিকাশ না, চীনে

নন্দীদা (হাত বাড়িয়ে) দেখি, কিছু তো খাই না টিপিনে

Cut to

অনি বারান্দায় বসে ফোন করছে।

অনি হ্যালো সিধু, অনি।
এই, কী depressed লাগছে মাইরি, আর পারছি না। কাল তো razor দিয়ে হাত কেটে ফেলেছিলাম।
না, ঘোরে ছিলাম, aim ঠিক হয় নি। না আসতে হবে না, তোকে বললাম।
এত close তো আর কেউ ..... তাই বললাম। কাউকে বলিস না, হ্যাঁ? শুধু তুই বলে আমি বললাম। শুধু তুই — আচ্ছা কাল সকালে করব।

অনি ফোন রেখে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়

অনি ফোন করছে।

অনি হ্যালো পিলু, অনি। কাল তো এক কাণ্ড করেছি। হ্যাঁ আবার।
razor দিয়ে হাতে চালিয়ে দিয়েছি।
নিজের!
আসলে Alzolam ফুরিয়ে গিয়েছিল, এত depressed লাগছিল। এই, তুই কাউকে বলিসনা যেন —

8

সকাল। নমিতার ঘর। খাটে চঞ্চল ও ভূতো। টিভি সিরিয়াল ও বিজ্ঞাপনের শব্দ ভেসে আসে। নমিতা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে।

নমিতা (চঞ্চলকে) কী রে?

চঞ্চল (ভূতোকে দেখিয়ে) আমার বন্ধু।

ভূতো Hi!

নমিতা Hi!

ভূতো তোমার নাম কী? (চোখ দিয়ে নমিতাকে মেপে নেয়)

নমিতা নমিতা।

ভূতো অপূর্ব নাম।

নমিতা Thanks. (একবার চঞ্চলকে দেখে নেয়)

ভূতো আমার নাম ভূতো।

নমিতা ভ্যাট্! (হেসে ওঠে)

ভূতো না সত্যি। আমার ঠাকুর্দা তো অসম্ভব নাম করা জ্যোতিষী ছিলেন, উনি বলেছিলেন এ ছেলে যখন আস্ত ভূত হবে তখন নাম ভূতো রাখাই ভালো।

নমিতা তাই? তোমার ঠাকুর্দা খুব নামকরা জ্যোতিষী ছিলেন? (নমিতা বিছানায় ভূতোর পাশে বসে)

ভূতো আমার বাবাও। ওটা আমাদের বংশে আছে।

Cut to

ভূতো নমিতার হাত দেখছে। চঞ্চল স্তম্ভিত হয়ে ওদের দেখছে।

ভূতো অবশ্য তোমার ভাগ্য বলার জন্যে হাত দেখার দরকার নেই। যেরকম রাণীর মতো রূপ!

নমিত যাঃ!

ভূতো না সত্যি। তুমি যা ছোঁবে, তাই সোনা হয়ে যাবে। আর কী স্পর্ধা কী জেদ বাবা। যা করবে তা করবেই। অবশ্য চিবুক দেখলেই বোঝা যায়।

নমিতা (থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে) এখানে ?

ভূতো (নমিতার গালে হাত দিয়ে) না— এইখানটায়। এই ডৌলটা যার থাকে, সে রাজরাজেশ্বরী হয়। তুমি হাসলে যেরকম চারপাশের আলো খানিকটা বেড়ে যায়। (নমিতা সলজ্জ হাসে) এই তো খানিকটা বেড়ে গেল।

নমিতা যাঃ, কী সব বানিয়ে বানিয়ে —

ভূতো আর কী পবিত্র হৃদয়। skin-এর চেয়েও নরম। (ভূতোর হাত নমিতার গালে-

ঘাড়ে-হাতে ভ্রমণ করে) এমন পবিত্র সত্তা আর কারো নেই।

নমিতা (আধো আধো স্বরে) ধ্যাৎ, মিথ্যে ক'রে ক'রে — আর কেউ হলে আমি ভাবতাম, flirt করছে।

ভূতো Flirt-ই তো করছি। আমি flirt করছি। আমি সব ভুলে গেছি, কাজল কীরকম দেখতে, মনীষা কৈরালা কীরকম দেখতে —

নমিতা ছাড়ো, চা নিয়ে আসি (উঠতে যায়)

ভূতো (হাত ধরে টেনে বসায়) এই হাত, একবার ধরলে আর ছাড়া যায়? আমি হাত দেখতে জানিই না, হাত ধরব বলে ধরেছি। চা খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি আমি, অন্য কোনো নেশার দরকার নেই।

নমিতা উমম্, অনেক হয়েছে

ভূতো কিচ্ছু হয় নি। ঐ চোখ— (চোখের পাশে আঙুল বোলায়) হরিণের মতো টানা টানা আর গভীর। বুনো গোলাপের মতো ঠোঁট (আঙুল ঠোঁটে চ'লে আসে) থরথর করে কাঁপছে। (যাত্রার ঢঙে গলা কাঁপতে থাকে) হে আয়তনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশা, অবনতাঙ্গী, চারুহাসিনী, মধুভাষিণী, শিখরদশনা, পীনপয়োধরা —

সম্মোহিত হয়ে নমিতা এগিয়ে আসে, ভূতো ও নমিতা চুমু খায়।

চঞ্চল (ঘড়ি দেখে) দু' মিনিট ছেচল্লিশ সেকেণ্ড!

নমিতা (চুম্বনরত) কী গো ?

ভূতো (ঐ) কিছু না, তোমাকে তিন মিনিটের মধ্যে তুলে নেবো বলেছিলাম।

নমিতা (ঐ) দু মিনিট বললে না কেন ?

৫

অনেক ছেলে মুখ হাত বেঁকিয়ে একটা সতরঞ্চির ওপর বিকলাঙ্গের মতো বসে আছে। হঠাৎ একটা গলা শোনা যায় 'Action!' সব্বাই পড়ে যায়, শুধু একজন যেরকম বসে ছিল, সেরকমই থাকে, এ বিশু।

নেপথ্যে পরিচালকের গলা কী হল?

বিশু ও, পড়ে যেতে হবে?

পরিচালকের গলা তো কি instruction শোনো না নাকি তুমি, অ্যাঁ? এই বাপিদা erase করো। সবাই পড়ে গেল আর —

বিশু Sorry, sorry একটু concentration করছিলাম।

পরিচালকের গলা Concentration! চলো চলো আবার নাও, রেডি হও রেডি। এই হাসিফাসি হবে না, Spastic-রা হাসে না — Roll VTR!

অন্য একটা গলা Rolling

পরিচালকের গলা Action!

বিশুসমেত সবাই পড়ে যায়।

পরিচালকের গলা Cut!

সবাই প্যান্ট-ফ্যান্ট ঝেড়ে উঠতে থাকে।

পরিচালকের গলা যাক spasticটা হয়ে গেল, এবার মেয়েদের জলখাবার। Quick, quick, সুতপা কোথায়?

অন্য একটা গলা বিশুবাবু visitor আছে —

বিশু আলো, ট্রলি এসব পেরিয়ে Studio-র ধারে এসে দেখে অনুব্রত আর চঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

বিশু (অনুব্রতকে) কী রে, কবে এলি?
এই, হিরণের খবর শুনেছিস?

অনুব্রত না, তোদের এসব কী হচ্ছে রে?

বিশু (ওদের পিঠে হাত রেখে বেরোতে বেরোতে) আরে আমিই তো শালা এখানে সকালে রিকশাওলা, বিকেলে বিকলাঙ্গ, সন্ধেয় CPM, চ বাইরে চ —

৬

বিকেলবেলা। রাস্তা। বিশু, অনুব্রত, চঞ্চল হাঁটছে।

অনুব্রত হিরণের কী?

বিশু তোরা কেউ জানিস না?

অনুব্রত, চঞ্চল না।

বিশু ওকে যে ভগবান ধরেছে। ঐ যে Great Imperial Library —

৭

একটা লাইব্রেরির ভেতরের বিভিন্ন শট দেখানো হয়। ক্যাটালগ বক্স, র‍্যাক, ডাঁই করে রাখা বই। মানুষ দেখা যায় না। পেছন থেকে জলদগম্ভীর স্বরে Films Division-সুলভ Narration শোনা যায়।

স্বর ১৭৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বইয়ের লক্ষ লক্ষ লাইনের কোটি কোটি অক্ষরের মধ্যে একটি অক্ষরে ঈশ্বর অধিষ্ঠান করেন। কেউ সেই অক্ষরটিকে আঙুল দিয়ে ছুঁলেই ঈশ্বর প্রতীয়মান হবেন। এই কথা শুনে হিরণ লাইব্রেরিতে যায় এবং —

Cut to

লাইব্রেরির রিডিং রুম। অনেকে বসে পড়ছে, লাইব্রেরিয়ানের দিকে হিরণ এগিয়ে আসে।

হিরণ আচ্ছা, এখানেই কি ভগবান .....

লাইব্রেরিয়ান চোখের ইশারা করে সামনের টেবিল দেখায়। সেখানে সবাই নিজ নিজ বইয়ে দ্রুতগতিতে আঙুল বুলিয়ে চলেছে।

লাইব্রেরিয়ান ২০০ বছর ধরে সবাই চেষ্টা করছে। এখনো কেউ পারেনি। ভগবান চাইলে দিতে পারবো না, বই চাইলে চেষ্টা করতে পারি।

একটা মেয়ে খোলা অ্যাটলাস হাতে লাইব্রেরিয়ানের দিকে আসে

মেয়ে আচ্ছা, এই বইটা কিন্তু Damage ছিল, আমি কিন্তু ছিঁড়িনি—
লাইব্রেরিয়ান কই দেখি
হিরণ দেখি দেখি

দুজনেই বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে। বিস্তৃত ম্যাপের মধ্যিখানে ছেঁড়া। তাই দিয়ে ও পৃষ্ঠায় জ্বলজ্বলে একটা বিশাল অক্ষর 'ত্রি'।

হিরণের তর্জনী ধীরে ধীরে সেই অক্ষর ছোঁয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ছাড়া সবাই অদৃশ্য হয়ে যায়। হিরণ স্তম্ভিত ও বিহ্বল হয়ে চতুর্দিকে চায়। একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কী সব পড়ে যাওয়ার আওয়াজ আসে। কে যেন ধুপ্ করে ওপর থেকে লাফিয়ে নামে। জুতোর শব্দ শোনা যায়। হিরণ কৌতূহলী হয়ে সেদিকে যায় এবং দ্যাখে একজন নীল টি-শার্ট ও জিন্স পরা মধ্যবয়স্ক মোটাসোটা লোক পা দিয়ে সিগারেট নিভিয়ে দ্রুত ও উদ্ধতভাবে তার দিকে হেঁটে আসছে। হিরণ আঁতকে ওঠে। লোকটা দ্রুত তার সামনে এসে পৌঁছয়। এ ভগবান।

ভগবান Excuse me, আপনি আমায় ডাকছিলেন তো?
হিরণ !
ভগবান আপনি হাত রাখলেন তো ওখানটায়?
হিরণ মাথা নেড়ে জানায় 'হ্যাঁ'
ভগবান আমি ভগবান, বলুন।

হিরণ ——
ভগবান বলুন, কী বর চান বলুন, ক্যালানের মতো তাকিয়ে থাকবেন না।
হিরণ ইয়ে, মানে, আমি তো ঠিক .....
ভগবান আঃ! আপনারা Prepared না হয়ে কাজ করেন কেন? বলুন, কী চান বলুন!
হিরণ সুন্দরী মেয়ে।
ভগবান ওরকম ambiguous adjective use করবেন না। 'সুন্দরী' কথাটার কোন মানে হয় না। Vital stat বলুন। মুখ কী রকম? পানপাতা না Sophia Loren?
হিরণ মানে আমি তো ঠিক —
ভগবান আপনারা এতো ক্যালাস কেন? কী চান জানেন না, কী করছেন বোঝেন না — চলুন (হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে থাকে)।
হিরণ কোথায়?
ভগবান (যেতে যেতে) কোথায় মানে? আমি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি সখা, আবার 'কোথায়'? চলুন!

৮

বিকেল। রাস্তা। ওপারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চঞ্চল, বিশু, অনুব্রত।

চঞ্চল এই এক মিনিট। আমি একটা ফোন করে আসছি। গল্পটা বলিস না, হ্যাঁ? জরুরী ফোন।

চঞ্চল দৌড়ে রাস্তা পেরোয়।

৯

বিকেল। খুব কাক ডাকছে। একটা টেবিলের ওপর একটা ফোন বেজে ওঠে। এক নারী-হাত ফোন তোলে। মেয়েটি কথা বলাকালীন ক্রমশ গোটা সিঙ্গল খাট দৃশ্যমান হয় যার ওপর চিৎ হয়ে নাইটি প'রে শুয়ে সে কথা বলছে। মেয়েটির নাম নীলা।

নীলা হ্যালো

চঞ্চলের স্বর আমি বলছি।
নীলা ওঃ (কেমন যেন শিউরে ওঠে)

হঠাৎ ভূতোর মুখ ফ্রেমের তলা থেকে আবির্ভূত হয়। সে জিভ থেকে কিছু একটা বার করে ফেলে দেয় ও ফের সরে যায়।

চঞ্চলের স্বর আর পারছি না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।
নীলা সে কি আর আমি বুঝতে পারছি না বলো।
চঞ্চলের স্বর আমার মরে যাবার মতন হচ্ছে

এবার আমরা দেখতে পাই ভূতো নীলার নাইটির ভেতর ঢুকে পড়েছে ও তার মুখ নীলার দুপায়ের ফাঁকে ওঠানামা করছে।

নীলা আমারও তো ভেতরটা কেমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। কিন্তু কী করব বলো। অনেক ভেবেছি, কিন্তু —

এবারে চঞ্চলকে ফোন বুথে দেখা যায়

চঞ্চল আমি কী করব নীলা? আমার যে জীবনে আর কিছু রইল না!
নীলা আমি খুব খারাপ মেয়ে জানো, আমি যাকে ছুঁই, সে-ই পুড়ে যায়।
চঞ্চল না না তুমি দেবী নীলা। সব দোষ আমার, সব আমার।
নীলা না না, আমি একদিন এসবের শাস্তি পাবোই দেখো, ঠিক সর্বনাশ হবে আমার।
চঞ্চলের স্বর ছি এরম বলে না —

ভূতোর মুখ নাইটির তলায় ভ্রমণ করতে করতে নীলার বুকে আসে।

নীলা কেন বলে না? তুমি কত ভালো, কী উদার, মহৎ, আর আমি তোমাকেই লেঙ্গি মারলাম? রাক্ষুসী আমি একটা, ডাইনী।

নীলা জোরে ভূতোর মুখ নীচের দিকে ঠেলে দেয়।

চঞ্চল না নীলা না, তুমি তো সোনার প্রতিমা। তুমি ভালো থেকো, আমি আর কিছু চাই না। আমি তো একটা পোকা
নীলা (ভূতো ওর পাশে এসে শোয়) ছি! এরকম বলে না। তুমি একদিন অনেক বড় হবে চঞ্চল, তখন হয়তো তোমার এ হতভাগীকে মনেও পড়বে না।
চঞ্চল এ কখনো সত্যি হবে না নীলা, কোনদিন সত্যি হবে না।
নীলা এবার আমি রাখি গো, আমার টিউশনে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চঞ্চলের স্বর হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জন্য তোমার কোন ক্ষতি কোরো না —

ভূতো নীলার হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে দুম্ করে রেখে দেয়।

চঞ্চল কিছুক্ষণ তার হাতের রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

১০

বিকেল। রাস্তা। চঞ্চল রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে যায়। সে, অনুব্রত ও বিশু হাঁটতে থাকে। আমরা তাদের গলা শুনতে পাই।

বিশুর স্বর কী রে কাঁদছিস নাকি?
চঞ্চলের স্বর না শালা এখানটা যা pollution, সর্দি হয়ে গেল। বল তারপর, হিরণ?
বিশুর স্বর চ না, ফেরৎ দিয়ে গেছে, ওর মুখেই শুনবি।

১১

পৌরাণিক চিত্রখচিত দেওয়ালের ওপর দিয়ে এসে ক্যামেরা ক্রমশ দেখায় একটা বিশাল Bar। বিভিন্ন লোকবোঝাই টেবিলের পাশ দিয়ে ক্যামেরা যেতে থাকে। নেপথ্যে হিরণের গলা শোনা যায়।

হিরণের স্বর একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেল। রেস্তোরাঁ না ঠিক, Bar। ভাবলাম ভালোমন্দ খাওয়াবে। ও বাবা, সে গুড়ে বালি। মধ্যিখান থেকে একটা রংচঙে ডাইরি বের করে বলে কী —

ক্যামেরা যে টেবিলে এসে থামে তার দুদিকে বসে আছে হিরণ ও ভগবান। ভগবানের সামনে একটা মদের গ্লাস। তিনি একটা ডাইরি বের করে জোরে পড়ছেন।

ভগবান ১৭ই মার্চ, কলেজ ডিবেটে বলেছো, নীৎসে বলেছেন 'ঈশ্বর মৃত'। এবং আজ সেই পচা শবদেহ থেকে বড্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। (কটমটিয়ে তাকায়)
হিরণ স্যার, ডিবেটে একটা ফার্স্ট হওয়ার ব্যাপার আছে স্যার। Anti-Religionটা খুব খায় স্যার!
ভগবান ২৩শে জুন, আড্ডায় বলেছো, ভগবান নিশ্চিতভাবেই আছেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন তিলে খচ্চর।

হিরণ স্যার, এগুলো লোককে impress করার জন্য, আপনি যদি স্যার — আমাকে তো জীবনে চলতে হবে ... একটা ... একটা image project করতে হবে।

ভগবান তারপর ১২ই মে —

হিরণ স্যার আপনি তো বর দিতে এসে এটা করতে পারেন না।

ভগবান মনে রাখবি, আমি intervene করি নি, তুই আমাকে ডেকে এনেছিস। Sodom আর Gommorah-য় কী করেছিলাম জানিস তো?

হিরণ না

ভগবান তুড়ি মারেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ওয়েটার ট্রে-র ওপরে একটা খোলা বই নিয়ে ভগবানদের টেবিলে এসে হাজির হয় এবং পাশের টেবিল থেকে একটা লোক অলসভাবে বাদাম খেতে খেতে উঠে এসে বইটা তুলে নিয়ে উচ্চৈস্বরে পড়তে শুরু করে।

লোক ১ Sodom-এ Sodomy চলিত এবং Gomorrah-য় সকলে গোমড়া হইয়া থাকিত, উভয়ই জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিপন্থী, তাই ঈশ্বর উহাদের শাস্তি দিলে — ন।

ফের ভগবানের তুড়ি, ফের বইসহ ট্রে হাতে অন্য ওয়েটার এবং অন্য টেবিল থেকে লোক এসে বই পড়া শুরু।

লোক ২ ঈশ্বর বলিলেন আলোকহীন অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হও, উজ্জ্বল অন্ধকারে পল্লবিত হও, তবে ঠেলা বুঝিবে — এ।

আবার তুড়ি এবং হিরণের পেছন থেকে এক ওয়েটার এসে হিরণের সামনে ট্রে নামিয়ে রাখে, তাতে ভর্তি অঙ্কের কালো চশমা। অপর এক ওয়েটার উল্টোদিক থেকে একগোছা লাঠি এনে টেবিলে রাখে।

ভগবান Choose !

হিরণ না না— আপনি তো বর দিতে এসে শাপ দিতে পারেন না, এটা তো একটা most unethical ... এতে তো আপনারও dignity থাকে না।

ভগবান তাতে আমার ছেঁড়া যায়—বাছ্।

হিরণ (চশমা হাতড়াতে হাতড়াতে) স্যার, আপনি ভালো করেই জানেন আপনি এটা করতে পারেন না

ভগবান Firstly, আমি কী করব না করব সেটা কে decide করবে, তুই? আর Secondly, কোনটা বর আর কোনটা শাপ সেটা কে decide করবে, তোর বাপ?

১২

রাত্রি। একটা ভীষণ ছোট্ট ও অন্ধকার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছে হিরণ। হাতে লাঠি, চোখে কালো চশমা। মেঝেতে বসে আছে চঞ্চল, অনুব্রত, বিশু। বিশু নিজের মনে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

হিরণ তারপর আর কিছু মনে নেই। পরশু দোরগোড়ায় এনে ফেলে দিয়ে গেছে। চশমাটা কেমন হয়েছে রে?

অনুব্রত ভালো, তবে আমি হলে গিল্টি করা ফ্রেমটা নিতাম।

হিরণ তাড়াহুড়োর মধ্যে তো আর —

চঞ্চল এই, লাঠি হরিণের শিঙের ছিল না রে?

হিরণ কী জানি বাবা, আমার তো এটা বেশ টেকসই মনে হল তাই ... বাবা অবশ্য বলেছে একটা ভালো কিনে দেবে। দুচারটে free দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু বল্?

১৩

রাত্রি। হীরুর আড্ডা। একটা পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ি মার্কা বিরাট জায়গা। ভাঙা পাঁচিলের পাশে জঙ্গল ও আগাছা দৃশ্যমান। ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। প্রচুর ছেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মদ, গাঁজা খাচ্ছে। লাল টকটকে টি-শার্ট প'রে হ্যাণ্ডসাম পাহাড়প্রমাণ হীরু একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে আছে। পাশে একটা গিটার। যারা বসে আছে তাদের মধ্যে আমাদের চেনা অনি, বিকাশ, ভূতো। অনি গ্লাসে বাংলা ঢেলে বক্তৃতা শুরু করে।

অনি এই দুনিয়াটা হচ্ছে দু' নিয়া। অর্থাৎ দুটি জিনিস নিয়ে। এক হচ্ছে সং, যা আমি, আর দুই হচ্ছে song, যা আমরা গাইব। কালকেই যে wrist টা Razor-এর এক ঝাপটে ফালাফালা করে ফেলতে চেয়েছিলাম আর একটুর জন্যে ফস্কালাম বলে আজ এই আড্ডাটায় আসতে পারলাম, সেই জীবনমৃত্যুর গোধূলির প্রতি চিয়ার্স জানিয়ে নেশা শুরু হোক —

সবাই হো—ক।

ভূতো হীরু।

হীরু চিয়ার্স।

সকলে চিয়া—র্স।

Cut to

হীরু গিটার বাজিয়ে গান গাইছে। গানের সঙ্গে বাছা বাছা জায়গায় কোরাস, উচ্চণ্ড নৃত্য, জাস্তব চিৎকার ও অশালীন ভাবভঙ্গি চলতে থাকে।

হীরুর গান If you insert your penis into a juicy vagina
দ্যাখো ভাই, আমরা নোংরা গান গাই, বসে বসে হ্যাজাই না।
এই যে সবাই ব'সে আছি বন্ধুরা এক গেলাসীয়
কবে কে কার বৌকে দিয়ে করিয়ে ফেলবো fellatio।
If you insert your penis into a juicy যোনি —

হট্ করে একটা ছেলে কোণ থেকে উঠে দাঁড়ায় ও চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসে, আমরা দেখি এ চঞ্চল।

চঞ্চল এই, আমার মনে হয় এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এটা থামাতে হবে
সকলে ওয়, ওয়, ওয় —
হীরু এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। এক মিনিট। মানে?
চঞ্চল না মানে এটা কী? vulgar হওয়ায় বাহাদুরিটা কোথায়?
হীরু আপত্তিটাই বা কোথায়? অ্যাঁ? আপত্তি কিসের? ইচ্ছে হচ্ছে তাই হচ্ছি। এটা কে বে — সেন্সর সেনগুপ্ত নাকি ?
চঞ্চল না মানে এটা তো কোন culture হতে পারে না।
হীরু (উঠে দাঁড়ায় ও চঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসে। চঞ্চল ভয়ে পিছোতে থাকে) সেটা কে ঠিক করে দেবে ? তোমার মতো আঁতেলরা? যারা শালা Flim Festival-এ uncut ছবি দেখে বাথরুমে দিয়ে বলে আমি ফেলি নি? কী ছবি করে তোমাদের ওশিমা? Close-up-এ জাপানী মাসীমা ? (ভূতো হীরুর গিটার নিয়ে কথার তালে তালে বাজাতে থাকে)
চঞ্চল দ্যাখো যা জানো না সেটা বোলো না।
হীরু তুই জানলি কী করে যে আমি জানি না? আমি smart বলে? ভালো দেখতে বলে? খিস্তি করি বলে? তুমি লাকা-ফুকো আর আমি হুঁকোমুখো? Sure?

হীরু চঞ্চলকে ঠেলে প্যাকিং বাক্সের ওপর ফেলে দেয়। ভূতো প্যাকিং বাক্সের ওপর একটা ঠ্যাং তুলে হীরুর পাশে দাঁড়ায়। চঞ্চলের গলা আগেই ভয়ে কাঁপছিল, এবার নিতান্তই মিনমিনে হয়ে যায়।

চঞ্চল না দ্যাখো এভাবে personally নিলে, আমি তো এভাবে ...
হীরু তুমি কীভাবে? বিনোবা ভাবে? তোমার সম্পর্কে আয়না কী ভাবে? বলো ইন্টিগ্রেশনেরএনেথ ডেরিভেটিভে এন সমান বিয়োগ এক বসালে কী পাই?

চঞ্চল আ — আমার মুখস্থ নেই।
হীরু কেন নেই? অ্যাঁ? আমার পত্নীর নাম রাধা আমার পুত্রের নাম কেলো আমার সঙ্গে বসে তুমি মদ-গাঁজা গেলো আর ফেলিনি করলে শালা Counter Culture আর আমি করলে vulgarity? অ্যাঁ? মোনুমোনু, শোনো, তুমিও বান্টু খাড়া করে যৌবন কাটাচ্ছো, আমিও তাই, এসো, পরস্পরের পায়ুপ্রহার না করে সঙ্গীত মারাই — বলো —
(গেয়ে ওঠে) If you insert your penis into a juicy vagina –

Cut to

একই জায়গা। অনি হাউহাউ করে কাঁদছে। বিকাশ পাশে ব'সে। হীরু গিটার নিয়ে বসে আছে। ভূতো কিছুটা দূরে, অন্ধকারে। সকলেরই নেশা চড়েছে।

অনি (কাঁদতে কাঁদতে) আমি Post modernism জানি না — আমি শেফালিকে চাই।
ভূতো কে শেফালি? মিস্ শেফালি?
হীরু (গান)কবে প্রতিটি মহিলা হবে মালতী শেফালি
কবে জিভ কেটে সব খুলে বুকে উঠবি কালী —

Cut to

রাস্তার ধার। অনি একই কথা বলে কাঁদছে, বিকাশ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চঞ্চল ওদের সঙ্গে বসে আছে। বাকিরা হল্লা করতে করতে দূরে অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে, কেউ একজন শব্দ করে বমি করছে।

হীরুর গলা (সুর ক'রে) আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
কোরাস আহা হাঁটুজল থাকে আহা হাঁটুজল থা— কে
হীরুর গলা পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি .....
প্রবল কুকুরের ডাক।

১৪

সকাল। প্রীতির ঘর। চঞ্চল পায়চারি করতে করতে হাতপা নেড়ে কথা বলছে। নাইটিপরিহিতা প্রীতি খাটে ব'সে শুনছে ও মুখ টিপে হাসছে। পাশে কোথাও রেডিও FM চলছে।

চঞ্চল এই নারী-পুরুষের সম্পর্কটা আদৌ ম্যাদামারা নয়, বুঝলে ? এর মধ্যে একটা outrageous ব্যাপার আছে, একটা aggressiveness। পিরান্হারা পিরান্হিদের কী বলে জানো ?

প্রীতি কী?

চঞ্চল না মানে ... ওদের ভাষাটা তো ঠিক ... body language.

প্রীতি Outrageous ব্যাপার?

চঞ্চল হ্যাঁ মানে — ডাকাবুকো, ডোন্টপরোয়া।

প্রীতি তা হও না ডোন্টপরোয়া।

চঞ্চল খাটে প্রীতির পায়ের কাছে বসে। গলা খাঁকারি দেয়, নাক চুলকোয়, তারপর সড়াৎ করে প্রীতির নাইটিটা হাঁটু অব্দি তুলে দেয়। দেখা যায় প্রীতির পায়ে দু'তিন জায়গায় হলুদ মলমের পোঁচ ও গাছগাছড়ার বাঁধন। বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

চঞ্চল একী! এটা কী?

প্রীতি উকুনবাকুন, নিকিনাকা — পরিষ্কার করতে গিয়ে ছুলে গেছে। গাছ গাছড়া লগিয়েছি।

চঞ্চল তোমার গায়ে উকুন হয় নাকি?

প্রীতি হুঁ — উ। উকুন রক্ত খায়, তার লোভে আরও উকুন আসে —

চঞ্চল উকুন রক্ত খায়!

প্রীতি তা না তো কী খায়? মাথার খুলির রক্ত খায়। তুমি কী ভেবেছো? কেয়োকার্পিন?

চঞ্চল দ্রুত নাইটি ঠিকঠাক নামিয়ে পা ঢাকা দিয়ে দেয়।

চঞ্চল থাকগে, উকুন মেরে টায়ার্ড ...

প্রীতি না হও না outrageous

চঞ্চল ধীরে ধীরে একটা হাত প্রীতির বুকের মাঝখানে রাখে।

প্রীতি (হেসে ফেলে) ব্যাস?

চঞ্চল বিছানায় হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রীতির কাঁধে হাত রেখে কাঁপতে কাঁপতে ঠোঁট এগিয়ে প্রীতির ঠোঁটের সঙ্গে লড়িয়ে দেয়। প্রীতি একটু পরেই বিরক্ত মুখে চঞ্চলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে কথা বলতে বলতে উঠে যায় ও ডেস্ক থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আসে।

প্রীতি প্রথমত, চুমু খাওয়ার সময় lower lip-এ concentrate করতে হয়, upper lip-এ নয়। চুমু খেতে শিখবে। দ্বিতীয়ত ... এই কার্ডটা রাখো। এই মেয়েটি হচ্ছে তুমি যা চাও, তাই। Made for each other। এবার এসো, আমার মাথায় একটু শ্যাম্পু করতে হবে, খুব মশা হয়েছে।

১৫

রাত্রি। একটা ঘরে খাটে বসে এগ রোল খাচ্ছে প্রতুল। মেঝেতে বসে আছে পার্থ, জানলায় নির্মল এবং একটা রিভলভিং চেয়ারে চঞ্চল। সকলেই রোল খাচ্ছে। পাশে কোথাও টিভিতে 'খাস খবর' চলছে। প্রতুল রোল মুখে নিয়ে বিকৃত স্বরে ও সুরে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে।

প্রতুল (গান) এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি
ইঁয়া ইঁয়া ইঁয়্যাখনো — তারা রাম পাম পাম পাম পাম —

নির্মল আচ্ছা, এই যে আমরা কামড়ে, চিবিয়ে, চেটে, চুষে খাবার খাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ এরকম খেতেন?

চঞ্চল রবীন্দ্রনাথ খেতেন না

প্রতুল বা খেলেও হাগতেন না

পার্থ বা হাগলেও তাতে গন্ধ থাকত না

প্রতুল বা গন্ধ থাকলেও তা দুর্গন্ধ নয়

নির্মল না না—রবীন্দ্রনাথের এতো কিছু নিয়ে লেখালেখি হল, এমনকী হিসি নিয়েও

পার্থ ভ্যাট্!

নির্মল মাইরি বলছি। অমিতাভ দাশগুপ্ত না কার একটা বই আছে, রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার কদিন আগের Pathological report। তাতে লেখা আছে, ১৯শে শ্রাবণ গুরুদেবের এত মিলিলিটার হিসি হইল

চঞ্চল ঢপ শালা!

নির্মল আরে হ্যাঁ ইয়ার। কিন্তু এত হল, রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যুমনস্কতা, রবীন্দ্রনাথ ও পেঙ্গুইন পাখি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পায়খানা নিয়ে তো কোনো মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখা হল না —

পার্থ কী করে হবে?

প্রতুল না হতে হবে, বুধবার তার ন্যাড় হত কিনা, বৃহস্পতিবার পুটকি হত কিনা

নির্মল উঁ উঁ — এটা কিন্তু important ...

ক্যামেরা হঠাৎ সবাইকে ছেড়ে খামোকা ঘরের অন্য প্রান্তে যেতে শুরু করে এবং একটা ফোনের সামনে এসে থামে। থামা মাত্র ফোন বেজে ওঠে। প্রতুল এসে ফোন তোলে। ততক্ষণ নির্মল বলছে

নির্মল একটা কোষ্ঠকাঠিন্যওলা লোক যে সাহিত্যরচনা করবে, যার সকালে উঠেই সাফ হয়ে যায় সে কিন্তু অন্য চোখে ব্যাপারটাকে দেখবে।

প্রতুল (ফোনে) হ্যালো।
পার্থ (নির্মলকে) তাই?
নির্মল হ্যাঁ।

প্রতুল প্রচণ্ড চমকে সকলের দিকে ঘুরে ফোনের স্পিকারে একটা হাত চেপে বলে

প্রতুল এই, রবীন্দ্রনাথ!
সবাই যাঃ।
প্রতুল মাইরি। বলছে মারবে। বলছে জোড়াসাঁকো চলে আসতে।
নির্মল দেখি গুরু, দাও —

নির্মল জানলা থেকে নেমে ফোনের কাছে যায়, প্রতুলের হাত থেকে ফোন নেয়

নির্মল (ফোনে) হ্যালো, হ্যালো দাদু নমস্কার।
না শুনুন দাদু, দাদু আমরা কথা বলছিলাম না, আমরা একটা Subversive নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছিলাম। Subversive মানে জানেন না? Subaltern consciousness বোঝেন? বোঝেন না? উম্‌ম্‌ .... এপ্রিল ফুল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা আপনাকে এপ্রিল ফুল করছিলাম।
এপ্রিল নয়? এটা কী বলছেন দাদু, যে কোনো Cruel month-ই তো April, এটা কি আপনার...
না না — শুনুন শুনুন, Deconstruction বোঝেন? বোঝেন না?
না শুনুন এটা একটা .... একটা Paradigmatic shift, একটা Syntagmatic rift, একটা Subaltern gift, একটা— (ও প্রান্ত থেকে ফোন কেটে দেবার পরের আওয়াজ শোনা যায়)

নির্মল হেঁটে এসে বিছানায় বসে, তাকে বিধ্বস্ত দেখায়।

প্রতুল বাবাঃ কালে কালে কী হল মাইরি। টেলিকম ফেলিকম এরম উন্নতি করে ফেলল নাকি রে?
নির্মল শালা চট করে গীতাঞ্জলিটা একটু নামিয়ে দে ভাই। আর সঙ্গে একটু ধূপধুনো।

১৬

রাত্রি। নমিতার মা-র ঘর। ভূতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুখ ভেঙাচ্ছে, মধ্যবয়স্কা মহিলা ঢোকেন। বাইরে 'জন্মভূমি' সিরিয়ালের গান হচ্ছে।

নমিতার মা তোমাকে একটু বসতে হবে বাবা, নমিতা একটু পড়ে নিক।

ভূতো (এগিয়ে এসে চেয়ারে বসতে বসতে) ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি কি টি.ভি. দেখছিলেন মাসীমা, disturb করলাম?
নমিতার মা (খাটে এসে বসেন) না — এমনি চালিয়ে রেখেছিলাম, ও দেখার আর কী আছে?
ভূতো হ্যাঁ, আমরাও বাড়িতে, ঐ রাশিফলটা ছাড়া ...
নমিতার মা ও — ও, তুমি খুব ভালো হাত দেখতে পারো শুনলাম?
ভূতো (গলা খাঁকারি দেয়, কিছু একটা ভাবে) সেরকম কিছু না ... (উঠে গিয়ে মাসীমার পাশে খাটে বসে, হাত টেনে নেয়) আর আপনার ভাগ্য বলার জন্য তো হাত দেখার দরকার নেই।
নমিতার মা কেন?
ভূতো যেরকম মহারাণীর মতো রূপ।
নমিতার মা যাঃ
ভূতো হ্যাঁ সত্যি। কোথায় উঠতে পারতেন, অথচ শুধু এই সংসার-স্বামী-সন্তান, তিনটে 'S'-এর জন্য সবচেয়ে বড় 'S'— Sacrifice। ইস্!
নমিতার মা হ্যাঁ বাবা, আমার বাবা বলতেন, মেয়ে আমার ম্যাজিস্ট্রেটও হতে পারে, ফিল্ম স্টারও হতে পারে। তারপর বিয়ের পর দেখলাম, লোকটাকে সবাই ঠকায়। ভাবলাম, দেখি তো, সংসারটা একবার নিজের হাতে ধ'রে, লক্ষ্মীমন্ত করে তুলতে পারি কিনা —
ভূতো সে তো বটেই। আর কী স্পর্ধা কী জেদ বাবা। অবশ্য ঐ চিবুকের ডৌলটা দেখলেই বোঝা যায়।

নমিতার মা নিজের থুতনিতে আঙুল ঠেকান

নমিতার মা এখানে ?

ভূতো নমিতার মা-র গালে হাত দেয়

ভূতো না, এ-এ-খানটায়, রাজরাজেশ্বরীর মতো, আপনি হাসলে যেন সূর্যোদয় হয়।
নমিতার মা যাঃ।
ভূতো (ঠোঁটের পাশে আঙুল বোলাতে বোলাতে) না সত্যি। তিলটা কি আঁকা, মাসীমা?
নমিতার মা তুমি আমার মেয়ের বন্ধু তাই। নইলে অন্য সন্দেহ করতুম।
ভূতো সন্দেহ করুন, করুন। আপনার সন্দেহ সত্যি। আমি সব ভুলে গেছি মধুবালা কীরকম দেখতে, মীনাকুমারী কীরকম দেখতে —
নমিতার মা (হাত টেনে নিয়ে উঠে যেতে চান) ছাড়ো।

ভূতো সম্ভব নয়। আপনি আমায় লোক ডেকে গণধোলাই দিন, তবু এই হাত! (গলা কাঁপিয়ে) অয়ি স্বামীসোহাগিনী, পদ্মপলাশলোচনা, শিখরদশনা, অবনতাঙ্গী, পীনোন্নতপয়োধরা, মহিষমর্দিনী —

উভয়ের প্রবল চুম্বন, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দুজনে খাটে পড়ে যায় এবং পর্দা সরিয়ে নমিতা ঢোকে।

নমিতা মা চা কফি কিছু —

নমিতার মা হাত নেড়ে জানান 'না', অর্থাৎ 'এখন ওসব হবে না'

নমিতা ঠিক আছে, আমি নিজেই করে নিচ্ছি, ভূতো ভালো আছো তো?

ভূতো (এক লহমার জন্য মাসীমার ঠোঁট ছেড়ে) হ্যাঁ ভালো আছি।

নমিতা আয়নার দিকে তাকিয়ে চুল ঠিক করে বেরিয়ে যায়।

১৭

রাত্রি। দরজা খোলে একটি শাড়ি পরা মেয়ে। চঞ্চল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কোথাও রেলগাড়ি যায়। তারপর ঝিঁঝির ডাক। মেয়েটির নাম লীনা। চঞ্চলের হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড।

চঞ্চল আমি চঞ্চল।

লীনা জানি, আমি লীনা। (হাসে)

চঞ্চল জানি। (হাসে)

লীনা তুমিই তো লিটল ম্যাগাজিন কবিতা লিখেছো, আর প্রত্যেকটা ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছো,আর চার বছর বয়সে খাঁচা খুলে পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলে?

চঞ্চল হ্যাঁ। আর তুমিই তো কথাকলি শিখেছিলে, আর NET, SLET দুটোই পেয়েছিলে আর প্রেমপত্র কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলে?

লীনা হ্যাঁ।

লীনা বাড়ির ভেতরদিকে যেতে শুরু করে, চঞ্চল অনুসরণ করে। চঞ্চল বলে ওঠে —

চঞ্চল তুমি ... তোমার দাঁত খুব ঝকঝকে

লীনা তোমার চুল খুব ঘন

ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে

Cut to

লীনার ঘরে বসে চঞ্চল লীনাকে একটা চুটকি শোনানোর মধ্যপথে।

চঞ্চল লোকটা তো হাঁ করে জিনের দিকে তাকিয়ে আছে। তা জিন বলল, একটাই বর কিন্তু, ভেবে বলো। লোকটা বলল, আমি তো এই ফাঁকা দ্বীপে একাই বসে আছি, সেই অস্ট্রেলিয়ান লোকটা আর সেই রাগী লোকটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, জিন বলল, তথাস্তু। তা লোকদুটো একেবারে টক্ করে ফিরে এলো।

লীনা (খিলখিল করে হেসে ওঠে) আচ্ছা, এবার আমি একটা জোক্স বলি হ্যাঁ? একজন বাঙালী আর একজন পাঞ্জাবী, দুজনে ট্রেনে করে যাচ্ছে। তো পাঞ্জাবীটার গায়ে তো ভীষণ জোর, বাঙালীটার গায়ে তো কোনও জোরই নেই — তা বাঙালীটা ভাবছে, কী করে প্রমাণ করবে যে তার গায়ে ভীষণ জোর আছে। তো ট্রেন তো যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে — এমন সময় —

Cut to

মুখোমুখি। লীনা-চঞ্চল।

চঞ্চল যা বলব তাই ?

লীনা তাই

চঞ্চল যাঃ। আমি যদি অন্যায় আব্দার করি?

লীনা তোমার কোন আব্দারই অন্যায় নয়। বলো না।

চঞ্চল আচ্ছা আমায় একগ্লাস জল এনে দাও।

লীনা (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। অভিমানবশে বলে) এই বুঝি!

দুপ্ করে গোটা Screenটা অন্ধকার হয়ে যায়

চঞ্চলের স্বর আরে, কী হল ? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না —

লীনার স্বর তার মানে?

চঞ্চলের স্বর এ কী লোডশেডিং নাকি?

লীনার স্বর না!

চঞ্চলের স্বর তা হলে? আমি কি ...? স্যার — এটা কী করলেন স্যার! ভগবান! আমি তো কিছু করি নি। আমি কিন্তু ভালো!

লীনার স্বর দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি Drop দেখছি একটা, Locula ছিল তো, ওমা — কী হল!

চঞ্চলের স্বর ঠিক যখন ওকে পেলাম! অন্তত একবার ওকে দেখে যেতে দিন স্যার, এক সেকেণ্ডের জন্যে ওকে দেখি। ও তো আমায় ... ওকে একবার দেখে যেতে দিন। এক সেকেণ্ড!

এক সেকেণ্ডের জন্যে Screen আলোকিত হয়। লীনার মুখ দেখা যায়। Screen অন্ধকার হয়ে যায়।

চঞ্চলের স্বর আ — আঃ। এক সেকেণ্ড মানে এক সেকেণ্ড নয়। তিন সেকেণ্ড না হলে register করে না — Common sense নেই। পাঁ ... পাঁচ সেকেণ্ড।

পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য Screen আলোকিত হয়। লীনা ড্রয়ার হাঁটকে eye drop খুঁজছে। একবার চঞ্চলের দিকে তাকায়। Screen অন্ধকার হয়ে যায়।

চঞ্চলের স্বর (কাঁদছে) আর যে মেয়েটিকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলাম এ জীবনে!

Screen আলোকিত হয়। 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর একটা শটে পর্দা জুড়ে বধূবেশে কাজল্ মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, পেছন দিয়ে একটা উল্কা খসে পড়ে।

চঞ্চলের স্বর (হাহাকার) ওঃ কী হল স্যার! আমি কিন্তু দেখতে চেয়েছিলাম স্যার। আমি শুধু দেখতে চাই। স্যার আমি দেখতে চেয়েছিলাম, আমি দেখতে চাই স্যার — আমি দেখতে চাই, দেখতে চাই — দেখতে চাই ....

ধীরে ধীরে আর্তনাদ মিলিয়ে যায়। প্রথম গানের মতোই বাজনা শুরু হয়। তারপর End Credits-এর সঙ্গে গান শুরু হয়।

গান

Greek poet Homer had no eye — ইয়া ইয়া ও
তবু মহাকাব্য লেখা চাই — ইয়া ইয়া ও
A comedy here, a tragedy there
A nemesis here and a genesis there
চক্ষু নাই তাই দেখতে পাই — ইয়া ইয়া ও

এই চলচ্চিত্রের সেন্সরসিদ্ধ বয়ানে দৃশ্য ১৫ সম্পূর্ণ বর্জিত, দৃশ্য ৯ এবং ১৩ আংশিক বর্জিত।

সুদীপ মান্না-র কবিতা

দূর-ঘটনা অন্তর্বর্তী ফিকশন্-গুচ্ছ

"You have missed the show!"

(১)

কেমন সুনীল শূন্যতায় কলেজস্ট্রীটে বিকেল পৌঁছে গেল
অসংখ্য অভিমানে তখন ডুবে আসছে ময়দানি সূর্য
অগ্নি দুলে উঠল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যাবতীয়
বিদ্যমান আর প্রস্তাবিত হুগলী সেতুসব
আমিও দেবীর স্থূলোদর ছুঁয়ে আছড়ে পড়েছি জন্মোচ্ছ্বাসে
এই জল মায়াবিন্দু সিন্দুর
গঙ্গার সোপানে এইমতো কার্নিভাল
দূরাগত সাইরেন ধুলো ক্যাকোফোনি
আর শববাহকদের যৌথ শীৎকার
সমস্ত গুঁড়েবা দেবীর খড়ের কাঠামোয় গুঁজে দিচ্ছে অবর্ণন দাহকাজ
এই নাম-সংকীর্তন
এই খোল-করতাল. যৌথতা

সমূহ শঙ্কায় ঘুমায়েছে শহরের অলিগলি -ট্রামপথ।

(২)

(কর্নিয়ায়) এই বর্ণালী পীড়ন
(আকাঙ্ক্ষায়) এই মাতৃরূপ দর্শন

বাহুল্যে বেঁচে থাকছে
পাতাল-সুড়ঙ্গে হিপ্-পকেটস্থ কিছু দৃশ্য ও সংকেত

অবরোহী তুমি সামাজিক-বিনোদন শর্তে
এই বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী জেনে
বিদায় দিয়েছ পঞ্চবার্ষিকী নকশা
ঘণ্টাধ্বনি মাতৃমুখ বিষাদ
ব্রহ্ম থেকে তৃণ
আচরাচর মঙ্গলকামনায় শূন্য হচ্ছে এ মুহূর্ত

কলসগুলি উপঢৌকনরূপ প্রতীয়মান।